হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

<u>বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম</u>

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নংঃ ০৯/২১০৪১০

০৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩১ হিজরী

২১ এপ্রিল, ২০১০ ইং

<u>প্রেস বিজ্ঞপ্তি</u>

শেখ হাসিনার সরকার *হিযবুত তাহ্‌রীর,* বাংলাদেশের মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে

শেখ হাসিনার সরকার ***হিযবুত তাহ্‌রীর,*** বাংলাদেশের মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে, তাদের এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের বহুল প্রচারিত তথাকথিত আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তামাশায় পরিণত করেছে। জালিম এ সরকার বিগত ছয় মাস যাবত মহিউদ্দীন আহমেদকে অন্যায় ভাবে গৃহবন্দী করে রাখে; এ অবস্থায় তার বর্হিগমন ঠেকাতে, তার ফ্ল্যাটের সম্মুখ দরজা সহ সমগ্র এলাকায় কড়া পুলিশ প্রহরা বসানো হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক সার্বক্ষনিক সশস্ত্র প্রহরার পরও, এইসব মিথ্যাবাদী ও নীতিবিবর্জিত স্বৈরশাসকেরা তাকে ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে; যদিও গৃহবন্দী করার পরপরই তার ফোন ও কম্পিউটার জব্দ এবং যোগাযোগের অন্যান্য সকল মাধ্যম বন্ধ করা হয়। এমনকি, এইসব জালিম শাসকেরা সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা ব্যতীত হাসপাতালে তার অসুস্থ কন্যাশিশুকে দেখার অনুমতিও দেয়নি। বস্তুতঃ দীর্ঘ ছয়মাস গৃহবন্দী করে রাখার পরও তারা তার বিরুদ্ধে একটি দলীল-প্রমাণও হাজির করতে পারেনি।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর পথ রুদ্ধ করতে তাদের গৃহীত একের পর এক নিপীড়ন ও নির্যাতনমূলক পদক্ষেপের ব্যর্থতা অনুধাবন করার পর, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের আদেশ পাওয়া মাত্রই তারা মহিউদ্দীন আহমেদকে গ্রেফতার করেছে। জনগণের অধিকার হরণকারী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কাছ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা ডাকাতদের মতো মধ্যরাতে (রাত ২টায়) তার বাসায় পুলিশ পাঠিয়েছে। গ্রেফতার অভিযানে জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাকে কোথায়, কেন, কি কারণে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ ব্যাপারে তার স্ত্রীর কাছে ক্রমাগত মিথ্যা বলেছে। এরপর তারা, তাকে তার পক্ষে কোন উকিল নিযুক্তির সুযোগ না দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আদালতে হাজির করেছে। তারপর, আদালতে উপস্থিত বিচারক ও মিডিয়া'র সামনে তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য উপায়ে একের পর এক মিথ্যা রচনা করে তাকে মাত্র দু'দিন আগে উত্তরায় সংঘটিত দলের কর্মসূচী পরিচালনার অভিযোগ অভিযুক্ত করেছে; যে কর্মসূচী থেকে গ্রেফতারকৃত ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর তিন কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ পেট্রলবোমা বহনের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে। কিন্তু, প্রকৃত সত্য হল, অব্যাহত বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সঙ্কট সমাধানে ব্যর্থ সরকারের বিরুদ্ধে উত্তরায় আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল থেকে পুলিশ ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর তিন কর্মীকে গ্রেফতার করে এবং এ সময় তাদের কাছে (দলের কর্মীদের) দলীয় লিফলেট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

শেখ হাসিনা এবং তার কাফির ও মুশরিক প্রভুদের জেনে রাখা উচিত যে, ইসলাম ও মুসলিমের প্রতি তাদের চূড়ান্ত শত্রুতামূলক মনোভাব সম্পর্কে এদেশের জনগণ পূর্ণমাত্রায় ওয়াকবিহাল এবং তাদের এই মিথ্যা অপপ্রচারকে তারা ভারবাহী গর্দভের উন্মত্ত চিৎকার ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। সেইসাথে, তাদের এটাও জেনে রাখা উচিত যে, তাদের ক্রমাগত এইসব ঘৃণ্য অপপ্রচারের পরও মুহাম্মদ (সাঃ) এর সম্মানিত এ উম্মত দ্বীন ইসলামের উপরই অটল থাকবে এবং তারা সবসময় ইসলামের দাওয়াত বহনকারীদেরই পাশে থাকবে। তাদের এটাও জানা উচিত যে, ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল নয়; বরং, এদলের প্রতিটি সদস্যই ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর নেতা এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। ***হিযবুত তাহ্‌রীর,*** আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্‌তায়ালা'র সাহায্যের উপর ভরসা করে এবং সেইসাথে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এদেশের মাটিতে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাদের এই প্রাণান্তকর সংগ্রাম চালিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্‌।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়

উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ